পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥ ১২৩ ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।

ইঁহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ।। অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্য-মীশ্বরম্। ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ।। প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষরস-সাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।। অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। সুপ্রকাশিত-রত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ।।" (ভাঃ ২।৩।১৯, ২০, ২৩)—"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎ-কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাভৃতঃ।। বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত, ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ।। জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।।" (ভাঃ ১০।১।৪)—"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।" (ভাঃ ৩।২৩।৫৬) —"** ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

১২৪। শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদরস্বরূপ, রূপ ও রঘুনাথদাসের শ্রীপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও তদনুগ শুদ্ধভক্ত অথবা অন্তরঙ্গভক্তগণের নিজধন। বিষয়ি-

অনুভাষ্য

গণের ধনসমূহ মায়িক দাম ; বস্তুতঃ তাহা 'ঋণ'-শব্দবাচ্য। কৃষ্ণ-বিমুখ জীব, পরমার্থকে ধন না জানিয়া জড়-ভোগময় ঋণরূপ কামকে 'ধন' বলিয়া জ্ঞান করে। যে-সকল বস্তুকে 'ধন' জ্ঞান করিয়া বিষয়ি-জীব ব্যস্ত, তাহাতে হরিজনের ঋণবুদ্ধি আছে ; ধনবুদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে নিজকৃপারূপ ধনদানে ভগবান্ যাঁহাকে ধনী করেন, তাঁহার প্রাকৃত ধনসমূহ অপহরণ করেন। "যস্যাহমনু-গৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"ধন মোর নিত্যানন্দ"; "রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, সেই মোর **প্রাণধন**" ; "জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন, তুয়া বিনা অন্য নাহি ভায়"; "শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন। সেই মোর প্রাণধন" ; "প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু। অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু" ইত্যাদি।

স্মার্ত্তের শৌক্রবুদ্ধিবলে শ্রীরঘুনাথদাসের পাদপদ্মে বিপ্রত্বা-ভাবরূপ শূদ্রত্বারোপ তাহার ভক্তি-সম্পত্তিতে ঋণমাত্র ; কিন্তু তাঁহার পাদপদ্মে অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্যোপলব্ধি ভক্তের নিজ সম্পত্তি।

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর হামাগুড়ি, ক্রন্দনচ্ছলে নাম প্রচার, মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে মাতাকে জ্ঞান-প্রদান, অতিথি-বিপ্রকে প্রসাদ দিয়া নিস্তার, চোরের স্কন্ধে চড়িয়া তাহাকে ভুলাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন, ব্যাধিচ্ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য একাদশী-দিনে ভক্ষণ, বাল্য-চাপল্য, মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া নারিকেল আনিয়া দেওয়া, গঙ্গাতীরে কন্যাগণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মীদেবীর পূজা-গ্রহণ, উচ্ছিষ্টভাণ্ডপূর্ণ গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদান ও মাতৃ-আজ্ঞা পালন ; মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য—এই সকল বাল্য-লীলার প্রকরণ (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (২০।১)—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও দুষ্কর বিষয় সুকর হইয়া পড়ে, বিস্মৃত হইলে সুকরও দুষ্কর হইয়া পড়ে, সেই চৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যস্মিন্ (গৌরকৃষ্ণে) কথঞ্চন (যেন কেন প্রকারেণাপি) স্মৃতে (স্মরণপথমারূঢ়ে সতি) দুষ্করং (দুঃসাধ্যং কর্ম্ম) সুকরং (সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং) ভবেৎ, যস্মিন্ (গৌরকৃষ্ণে) বিস্মৃতে [সতি]

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ৩ ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥ ৪ ॥

মানুষী হইলেও গৌরলীলা অপ্রাকৃত ঃ—

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ৫ ॥

স্বীয়পদতলে শঙ্খ-চক্র-ধ্বজ-বজ্র-মীন-চিহ্ন-প্রদর্শন ঃ—

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৬ ॥
গৃহে দুই জন দেখি' লঘুপদ-চিহ্ন।
তাহাতেই ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন ॥ ৭ ॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৮ ॥

মিশ্রের উক্তি ঃ—

মিশ্র কহে,—"বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে, জানি ঘরে রঙ্গে ॥" ৯ ॥
সেই ক্ষণে জাগি' নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ১০ ॥

শচী ও মিশ্র, উভয়ের নিমাইর চরণচিহ্ন-দর্শন ঃ—

স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি' মিশ্রে বোলাইল ॥ ১১ ॥
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১২ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উক্তি ঃ—

চিহ্ন দেখি' চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
"লগ্ন গণি' পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১৩ ॥
বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে-সব লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

মহাপুরুষের ৩২টী লক্ষণ ঃ—

সামুদ্রকে ৩য় শ্লোক—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ১৫ ॥

চক্রবর্ত্তিকর্ত্তৃক শিশুর মাহাত্ম্য-বর্ণন ও ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকে করিবে তারণ ॥ ১৬ ॥
এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥ ১৭ ॥

নামকরণ-মহোৎসব ঃ—

মহোৎসব কর, সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল,—করিব নামকরণ ॥ ১৮ ॥

'বিশ্বম্ভর' নাম ঃ—

সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥" ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। চৈতন্য-কৃষ্ণের মনোহর বাল্যলীলা আমি বন্দনা করি ; সে বাল্যলীলা লৌকিকী লীলার ন্যায় হইলেও তাহা ঈশচেষ্টা-মিশ্র।

অনুভাষ্য

বিপরীতং (সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং দুঃসাধ্যং কর্ম্ম) স্যাৎ, তং অমুং শ্রীচৈতন্যং ভজে।

৫। চৈতন্যদেবস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) লৌকিকীং (প্রাপঞ্চিক-মানুষ-চেষ্টিতাম্) অপি ঈশচেষ্টয়া (অলৌকিকপ্রয়াসেন) বলিতান্তরাং (বলিতং যুক্তম্ অন্তরং যস্যাঃ তাং) মনোহরাং (হৃদয়াকর্ষিণীং) বাল্যলীলাং (শৈশবক্রীড়াম্) অহং বন্দে।

৬। উত্তান—ঊর্দ্ধমুখে স্থিত, চিৎ হইয়া শয়ন ; পাঠান্তরে—'উত্থান' ; এই অর্থে পদভরে দণ্ডায়মান হইতে গিয়া অনভ্যাস-বশতঃ বালোচিত অসমর্থতা দেখাইয়া শয়ন।

১৫। পঞ্চদীর্ঘঃ (পঞ্চ নাসা-ভুজ-হনু-নেত্র-জানূনি দীর্ঘাণি যস্য সঃ), পঞ্চসূক্ষ্মঃ (পঞ্চত্বক্-কেশাঙ্গুলিপর্ব্ব-দন্ত-রোমাণি সূক্ষ্মাণি যস্য সঃ), সপ্তরক্তঃ (সপ্ত নয়নপ্রান্ত-পদতল-করতল-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র ও জানু—এই পাঁচটী দীর্ঘ ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীপর্ব্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটী সূক্ষ্ম ; নেত্র, পদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ—এই সাতটী রক্ত ; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ—এই ছয়টী উন্নত ; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন—এই তিনটী হ্রস্ব ; কটি, ললাট ও বক্ষ—এই তিনটী বিস্তীর্ণ ; নাভি, স্বর, সত্ত্ব—এই তিনটী গম্ভীর। যিনি এই বত্রিশটী লক্ষণযুক্ত, তিনি মহাপুরুষ।

১৭। দুইকুলের—পিতৃকুল ও মাতৃকুল।

অনুভাষ্য

তাল্বধরৌষ্ঠনখাঃ চ রক্তাঃ রক্তবর্ণাঃ যস্য সঃ), ষড়ুন্নতঃ (ষট্ বক্ষঃ-স্কন্ধ-নখ-নাসিকা-কটি-মুখানি উন্নতানি উচ্চানি যস্য সঃ) ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরঃ (ত্রীণি গ্রীবা-জঙ্ঘা-মেহনানি হ্রস্বানি লঘুনি, ত্রীণি কটি-ললাট-বক্ষাংসি পৃথুনি বিশালানি, ত্রীণি নাভি-স্বর-সত্ত্বানি গম্ভীরাণি যস্য সঃ) দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ (এতানি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি যস্য সঃ জনঃ)—মহান্ (মহাপুরুষঃ)।

১৯। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"জগৎ হইল সুস্থ ইহান

শুনি' শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি' মহোৎসব কৈল ॥ ২০ ॥

অলৌকিক-চেষ্টা-প্রদর্শন ঃ—

তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥ ২১ ॥

হরিনামে ক্রন্দন-নিবৃত্তি ঃ—

ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে,—হাসে গৌরধাম ॥ ২২ ॥

শিশুসনে ক্রীড়া ঃ—

তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি' কৈল বিবিধ খেলন ॥ ২৩ ॥
একদিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া।
বাটী ভরি' দিয়া বলে,—"খাও ত' বসিয়া ॥" ২৪ ॥

নিমাইর মৃত্তিকা-ভক্ষণ ঃ—

এত বলি' গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২৫ ॥

শচীকর্ত্তৃক উহার কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

দেখি' শচী ধাঞা আইলা করি' হায়, হায়'।
মাটি কাড়ি' লঞা বলে—'মাটি কেনে খায়' ॥ ২৬ ॥

নিমাইর দার্শনিক উত্তর ঃ—

কান্দিয়া বলেন শিশু,—"কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ॥ ২৭ ॥

সবই মৃত্তিকা-বিকার ঃ—

খই-সন্দেশ-অন্ন, যতেক—মাটির বিকার।
ইহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ-বিচার ॥ ২৮ ॥
মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি'।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ॥" ২৯ ॥

শচীর প্রত্যুত্তর ঃ—

অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে।
"মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥ ৩০ ॥

দ্রব্য ও তদ্বিকারের বিশেষ বা অনুকূল ও প্রতিকূলের বৈশিষ্ট্য ঃ—

মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে, শোষি' যায় পানি ॥" ৩২ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর উক্তি ঃ—

আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাহারে।
"আগে কেন ইহা, মাতা, না শিখালে মোরে ॥ ৩৩ ॥
এবে সে জানিলাঙ, আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥"৩৪ ॥
এত বলি' জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩৫ ॥

নানাভাবে ঐশ্বর্য্যলীলা-প্রকটন ঃ—

এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

জনমে। পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে।। অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।"

'বিশ্বম্ভর'—অথর্ব্ববেদসংহিতায় ২য় কাণ্ড, ৩য় অনুবাক্, ৩য় প্রপাঠক, ১৬ মন্ত্র, ৫ম সংখ্যা—"বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা।।"

২১। জানুচংক্রমণ—হামাগুড়ি। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর। কটীতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর।। একদিন একসর্প বাড়ীতে বেড়ায়। ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়।। কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া। ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া।। প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন।।"

২২। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"তাবৎ কান্দেন প্রভু কমল-লোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ।। পরম সঙ্কেত এই, সবে বুঝিলেন। কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন।। প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ। হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।। নিরবধি সবার বদনে হরিনাম। ছলে বোলায়েন প্রভু, হেন ইচ্ছা তান।।"

২৩। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন। হাঁটিয়া করেন প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ।।"

২৪। বাটা—খাদ্যদ্রব্য বা তাম্বূল রাখিবার পাত্র বা আধার, বর্ত্তন।

২৫। এই ঘটনা আদি ১৩ পঃ ৪৯ সংখ্যায় কথিত চৈতন্যভাগবতের পরিত্যক্ত ও অতিরিক্ত।

২৭-৩৩। ভোজ্যবিষয়-গ্রহণই অচিৎ-জাতীয় চেষ্টা, তাহাতে হরিসেবা নাই। প্রতিকূল-বিষয়ের সহিত কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়কেও ভ্রমক্রমে নির্ব্বিশেষবাদিগণ সমজাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐ প্রকার ধারণা যে প্রাকৃত-সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ, তাহা অর্থাৎ তাদৃশ মূঢ়-নির্ব্বিশেষ-চিন্তার অকর্ম্মণ্যতা—মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের সহজ দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শন করিলেন।

তৈর্থিক বিপ্রের অন্নভোজন ও উদ্ধার ঃ—

অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার ।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৭ ॥

চোরের বুদ্ধিভ্রম উৎপাদন ঃ—

চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া ।
তার স্কন্ধে চড়ি' আইলা তারে ভুলাইয়া ॥ ৩৮ ॥

একাদশীতে হিরণ্য-জগদীশের গৃহের বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে ।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে ॥ ৩৯ ॥

শিশূচিত লীলা—চুরি ও কলহাদি ঃ—

শিশুগণ লয়ে পাড়া-পড়সীর ঘরে ।
চুরি করি' দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে ॥ ৪০ ॥

শচীর নিকট অভিযোগ ও শচীর তিরস্কার ঃ—

শিশুসব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন ।
শুনি' শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৪১ ॥
"কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে ।
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ॥" ৪২ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও গৃহে দৌরাত্ম্য ঃ—

শুনি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর-ভিতর যাঞা ।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল, ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৩ ॥

প্রভুকে সান্ত্বনা ও প্রভুর লজ্জা ঃ—

তবে শচী কোলে করি' করাইল সন্তোষ ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি' নিজ-দোষ ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। একটী তৈর্থিক, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে, তিনি রন্ধন-সামগ্রী আনিয়া দিয়া রন্ধন করাইলেন। তৈর্থিক-ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে গোপালকে ভোগ দেন, তখন নিমাই আসিয়া তাঁহার অন্ন খাইতে লাগিলেন। নিমাই-স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণ আর একবার পাক করিলেন ; সে-বারেও ধ্যানে নিবেদন-কালে সেই ঘটনা হইল। তৃতীয়বার পাক হইল ; সে-সময় বাটীর সকলেই সুপ্ত, ব্রাহ্মণ ধ্যানে গোপালকে পক্কান্ন নিবেদন করিতেছিলেন, এমন সময় নিমাই আসিয়া সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিলেন,—'হে বিপ্র! আমি যখন ব্রজে যশোদা-দুলাল ছিলাম, তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে আমি কৃপা করিয়া দেখা দিলাম।' তখন ব্রাহ্মণ নিজ-ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ সেবা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে এই গুপ্তলীলাটী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

৩৮। মহাপ্রভু অতি-শিশুকালে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দ্বারের বহির্দ্দেশে খেলা করিতেছিলেন। দুইটী চোর তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে লইয়া চলিল। চোরেরা মনে করিল যে, 'বনের ভিতর লইয়া বালকটীকে বিনষ্ট করত ইহার অলঙ্কারসকল লইব।' মহাপ্রভু স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া পুনরায় নিজ-গৃহের দ্বারে তাহাদের স্কন্ধে চড়িয়া আসিলেন। যে-সকল আত্মীয়বর্গ তাঁহার অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে চোরেরা শিশুকে রাখিয়া পলাইয়া গেল। শিশুটী বহুযত্নে শচীর অঙ্গনে নীত হইলেন।

৩৯। জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীতে একাদশী-দিবসে (বিষ্ণু)-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। মহাপ্রভু তাঁহার জনককে সেই নৈবেদ্য খাইবার আশায় হিরণ্য-জগদীশের বাটীতে পাঠান। হিরণ্য-জগদীশ বালকের প্রার্থনা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে,—"অদ্য একাদশী এবং আমাদিগের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে, এ-কথা সেরূপ শিশু কিরূপে জানিলেন? অবশ্যই তাঁহাতে কোন বৈষ্ণবী-শক্তি আছে।" তাঁহারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য বালকের খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শরীরের পীড়া হইয়াছে, বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইলে সে পীড়া আরোগ্য হইবে,—এই ছল করিয়া মহাপ্রভু নৈবেদ্য আনাইয়াছিলেন। আনীত নৈবেদ্য বালক-দিগকে খাওয়াইলেন ও আপনিও কিছু খাইলেন ; তাহাতে তাঁহার ব্যাধি ভাল হইল। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশের বাড়ী—একটু দূরে, প্রায় একক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব; শিশুর পক্ষে অত দূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব।

অনুভাষ্য

৩৭। চৈতন্যভাগবতে আদি তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৮। চৈতন্যভাগবতে আদি তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৯। চৈতন্যভাগবতে আদি চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪০। চৈঃ ভাঃ আদি ৩য় অঃ—"নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে। প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে।। কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়। হাঁড়ি ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায়।। ঘরে যদি শিশু থাকে, তাহারে কাঁদায়।" ঐ ৪অঃ—"কেহ বলে, পুত্র—অতি বালক আমার। কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার।।"

৪১। ওলাহন—তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

মাতাকে প্রহার, মাতার মূচ্ছা-দর্শনে দুষ্প্রাপ্য নারিকেল আনয়ন ঃ—

কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৫ ॥
নারীগণ কহে,—"নারিকেল দেহ আনি'।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥"৪৬ ॥
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল ॥ ৪৭ ॥

স্নানকালে কুমারীগণ-সঙ্গে কৌতুক ঃ—

কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে ॥ ৪৮ ॥
গঙ্গাস্নান করি' পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ-মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥ ৪৯ ॥

কুমারীগণের প্রতি প্রভুর উক্তি ঃ—

কন্যারে কহে,—"আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর ॥" ৫০ ॥
আপনি চন্দন পরি' পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খা'ন—সন্দেশ, চাল, কলা ॥৫১॥

কন্যাগণের প্রত্যুক্তি ঃ—

ক্রোধে কন্যাগণ কহে,—"শুন, হে নিমাঞি।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই ॥ ৫২ ॥
আমা সবার পক্ষে ইহা কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতা-সজ্জ, না কর অন্যায় ॥" ৫৩ ॥

বিদ্রূপচ্ছলে প্রভুর বরদান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা সবাকে দিলাঙ এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর ॥ ৫৪ ॥
পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে—চিরায়ু, মতিমান্ ॥"৫৫ ॥
বর শুনি' কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসন করে করি' মিথ্যা রোষ ॥ ৫৬ ॥

পলাতক কন্যার প্রতি শাপচ্ছলে কৃত্রিম ক্রোধ ঃ—

কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি' কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥ ৫৭ ॥
"যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে, আর চারি সতিনী ॥" ৫৮ ॥

ভয়ে কন্যাগণের নৈবেদ্য-প্রদান ঃ—

ইহা শুনি' তা-সবার মনে হইল ভয়।
'কোন কিছু জানে, কিবা দেবাবিষ্ট হয় ॥" ৫৯ ॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৬০ ॥

প্রভুর মধুর চাপল্য-লীলায় সকলেরই সুখ ঃ—

এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায় ॥ ৬১ ॥

বল্লভাত্মজা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার ঃ—

একদিন বল্লভাচার্য্য-কন্যা 'লক্ষ্মী' নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি' গঙ্গাস্নান ॥ ৬২ ॥

পরস্পরের দর্শনে উভয়ের সুখ ঃ—

তাঁরে দেখি' প্রভুর হইল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন ॥ ৬৩ ॥

উভয়ের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রীতি ও হর্ষ ঃ—

সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্ন-তনু হইল নিশ্চয় ॥ ৬৪ ॥
দুঁহা দেখি' দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর লক্ষ্মীকে স্বার্চ্চনে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"আমা' পূজ, আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥"৬৬ ॥

লক্ষ্মীর আদেশ-পালন ঃ—

লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল স-পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

৪৬। লোচনদাস-কৃত চৈতন্যমঙ্গলে আদি—"তঁহি এক দিব্য নারী কহিল হাসিয়া। চিবুক ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বলে বাণী। নারিকেল ফল দুই মায়ে দেহ আনি'।। তবে সে জীয়য়ে শচী—এই তোর মাতা। * * ইহা শুনি' বিশ্বম্ভর হরিষ হইলা। তখনি যুগল নারিকেল আনি' দিলা।।"

৬২-৬৮। বল্লভাচার্য্য—নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত। গৌঃ গঃ ৪৪ শ্লোক—"পুরাসীৎ জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহান্। অধুনা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্য পত্নী ও ভগবান্—লক্ষ্মীর নিত্যপতি ; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্যপ্রীতি আছে, তাহা সাহজিক (সহজাত)। সেই প্রীতি বাল্যভাবে প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ হইয়া প্রতীত হইল।

অনুভাষ্য

বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ।।" শ্রীগৌরহরি প্রথমে ইঁহারই কন্যা 'লক্ষ্মীপ্রিয়া'-দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীদেবী—গৌঃ গঃ ৪৫ শ্লোক—"শ্রীজানকী রুক্মিণী চ

প্রভুর সন্তোষ ঃ—

প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি' তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।২৫)—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৯ ॥

এইমত লীলা দুঁহে করি' গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য-লীলা কে বুঝিতে পারে ॥ ৭০ ॥

প্রভুর লীলা-চাপল্য দর্শনে সকলের অভিযোগ ঃ—

চৈতন্য-চাপল্য দেখি' প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী-জগন্নাথে দেখি' দেন ওলাহন ॥ ৭১ ॥

শচীর নিমাইকে ধরিবার চেষ্টা ঃ—

একদিন শচী-দেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে, গেলা পলাইয়া ॥ ৭২ ॥

ত্যক্ত হাঁড়ির উপর নিমাইর উপবেশন ঃ—

উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত-হাণ্ডীর উপর।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব-বিশ্বম্ভর ॥ ৭৩ ॥

শচীর পুত্রকে অশুচি-বুদ্ধিতে শোধন-চেষ্টা ঃ—

শচী আসি' কহে,—"কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই'—অপবিত্র হইলা ॥" ৭৪ ॥

পুত্রের মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ঃ—

ইহা শুনি' মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা স্নান ॥ ৭৫ ॥

শয়নকালে শচীর দেবগণের দর্শন ঃ—

কভু পুত্রসঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে, দিব্যলোক আসি' ভরিল ভবন ॥ ৭৬ ॥
শচী বলে,—"যাহ, পুত্র, বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৭ ॥

মাতার কথায় চলিবার কালে নূপুরাভাবেও নূপুরধ্বনি ঃ—

চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্ঝন্।
শুনি' চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ৭৮ ॥

মিশ্রের বিস্ময় ঃ—

মিশ্র কহে,—"এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥" ৭৯ ॥

দেবগণ-দর্শনে শচীর বিস্ময় ঃ—

শচী কহে,—"আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি' অঙ্গন ভরিল ॥ ৮০ ॥
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে—অনুমান করি ॥" ৮১ ॥

উভয়ের নিমাইর কুশল-চিন্তা ঃ—

মিশ্র বলে,—"কিছু হউক্, চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক্—এইমাত্র চাই ॥" ৮২ ॥

প্রভুর চাপল্য-দর্শনে মিশ্রের তীব্র ভর্ৎসনা ঃ—

একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্ম-শিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯। হে সাধ্বীগণ! তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি, তাহাতেই আমার বিশেষ আনন্দ। তোমাদের আশয় সিদ্ধ হইবার যোগ্য বটে।

৭৫। প্রভু বলিলেন,—"মাতঃ, উচ্ছিষ্ট ও অনুচ্ছিষ্ট—এই দুইটী নরভাবমাত্র ; বস্তুতঃ ইহাতে কিছুমাত্র সত্য নাই। এই সকল ভাণ্ডে তুমি বিষ্ণুর জন্য ভোগ-দ্রব্য পাক করিয়াছ এবং তাহা বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়াছ, অতএব এই সকল ভাণ্ড কখনও উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। আত্মা—নিত্য পবিত্র বস্তু, তাহার পক্ষে উচ্ছিষ্টাদি বিচার কি? এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া মাতা বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

'লক্ষ্মী' নাম্নী চ তৎসুতা।" চৈতন্যচরিতে—"ব্যক্তা লক্ষ্মীনাম্নী চ সা যথা। সা বল্লভাচার্য্য-সুতা চলন্তী স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াঃ। লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা প্রভোর্যযৌ লোচনবর্ত্ম তত্র।।"

৬৯। কাত্যায়নী-ব্রতপরা কৃষ্ণকামা গোপীদিগের বস্ত্রহরণের পর তাঁহাদিগকে বস্ত্রপ্রদানান্তর তাঁহাদিগের কৃষ্ণ-কামনা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণবাক্য,—

হে সাধ্ব্যঃ (সত্যঃ)! মদর্চ্চনং (মৎপ্রাপ্ত্যর্থং অর্চ্চনং তদেব) ভবতীনাং (গোপীনাং) সঙ্কল্পঃ (মনোরথঃ, মনোগতভাবঃ ইত্যর্থঃ, যুষ্মাভিঃ লজ্জয়া অকথিতঃ অপি) ময়া বিদিতঃ [সন্] অনুমোদিতঃ (স্বীকৃতঃ) ; [অতঃ] সঃ অসৌ [সঙ্কল্পঃ] সত্যঃ (যথার্থঃ) ভবিতুম্ অর্হতি (যোগ্যো ভবতি)।

৭৩। চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম অঃ—"বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্জ্য হাঁড়িগণ। বসিলেন প্রভু, হাঁড়ি করিয়া আসন।। মায়ে আসি' দেখিয়া করেন হায় হায়। এস্থানেতে বাপ, বসিবারে না যুয়ায়।। প্রভু বলে,—সর্ব্বত্র মোর অদ্বিতীয় জ্ঞান। এসব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।। বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু নাহি দুষ্ট হয়। সে হাঁড়ি-পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়।।"

রাত্রে স্বপ্ন-দর্শন—এক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মিশ্রকে ভৎর্সনা ঃ—

রাত্রে স্বপ্ন দেখে,—এক আসি' ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥ ৮৪ ॥
"মিশ্র, তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসন-তাড়ন কর,—পুত্র করি' মান' ॥" ৮৫ ॥

মিশ্রের অপ্রাকৃত স্নেহমাখা উত্তর ঃ—

মিশ্র কহে,—"দেব, সিদ্ধ, মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক্, এবে আমার তনয় ॥ ৮৬ ॥
পুত্রের লালন-শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে, কৈছে জানিবে ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥"৮৭॥

বিপ্র ও মিশ্রের উক্তি ও প্রত্যুক্তি ঃ—

বিপ্র কহে,—"এই যদি দৈব-সিদ্ধ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥" ৮৮ ॥
মিশ্র কহে,—"পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রকে শিক্ষণ ॥" ৮৯ ॥

প্রভুর প্রতি মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য-স্নেহ ঃ—

এইমতে দুঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার।
শুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্রের, নাহি জানে আর ॥ ৯০ ॥

স্বপ্নান্তে মিশ্রের বিস্ময় ও বন্ধুবর্গের নিকট কীর্ত্তন ঃ—

এত শুনি' দ্বিজ গেলা হঞা আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৯২ ॥
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়িল আনন্দ ॥ ৯৩ ॥

নিমাইর হাতে খড়ি ঃ—

কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯৪ ॥

এই বাল্যলীলা-সূত্র চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

বাল্যলীলা-সূত্র এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৯৫ ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি-ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ১৭৪-১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ১১।২৮।৪—উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য)—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।।"* অর্থাৎ "ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে।" "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম।।" (ভাঃ ১১।১৯।৪৫)—"গুণ-দোষ-দৃশির্দোযো গুণস্তূভয়-বর্জ্জিতঃ।" এবং (ভাঃ ১১।২১।৩)—"শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়তে সমানেম্বপি বস্তুষু। দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ। ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ।।"*

৮৮। (মিশ্র) পুত্র নিমাইকে অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানোৎপাদনে অভিলাষী দেখিয়া বিপ্র মিশ্রকে কহিলেন,—"তোমার পুত্র নিত্যসিদ্ধ দেবতা হওয়ায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞানকে তোমার এইপ্রকার মূঢ়তা বলিয়া ধারণাফলে তাহাকে তোমার শিক্ষা দিতে যাওয়া ব্যর্থ হইয়া পড়ে, অতএব তাহা তোমার পক্ষে অনুচিত।"

৯০। ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ 'বৎসল'-নামাত্র প্রোক্তঃ।" (ভাঃ ১০।৮।৪৫) "ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্।।"✤

৯৪। দ্বাদশ ফলা—রেফ, ণ, ন, ম, য, র, ল, ব, ঋ, ঋৃ, ঌ, ও ৡ ফলা।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

---

* *অদ্বয়জ্ঞান-সম্বন্ধরহিত যাবতীয় মায়িকপ্রতীতি-যুক্ত বস্তুই প্রকৃতপক্ষে 'অবস্তু' ও 'দ্বৈত'—উহাদের ভদ্রই বা কি, অভদ্রই বা কি ; উহাদের সম্বন্ধে মনদ্বারা যাহা চিন্তিত হয় বা বাক্যদ্বারা যাহা কথিত হয়, সে-সকলই অসত্য (ভাঃ ১১।২৮।৪)।*

* *(বাস্তববস্তু-সম্বন্ধরহিত হইয়া) গুণ ও দোষের দর্শনই 'দোষ' এবং ঐ উভয়দর্শন-বর্জ্জিত থাকাই গুণ (ভাঃ ১১।১৯।৪৫)। হে নিষ্পাপ উদ্ধব! দ্রব্যবিশেষের বিচিকিৎসা অর্থাৎ ইহা যোগ্য অথবা অযোগ্য—এইরূপ সন্দেহ নিবারণের জন্য দ্রব্যসমূহের ধর্ম্মার্থ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, ব্যবহারার্থ গুণ ও দোষ এবং দেহযাত্রার জন্য শুভ ও অশুভ-নিরূপণ করা বিহিত হইয়াছে (ভাঃ ১১।২১।৩)।*

✤ *বেদত্রয়, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ এবং সাত্বত-শাস্ত্রসমূহে যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, যশোদাদেবী সেই শ্রীহরিকে আত্মজ পুত্র বলিয়া বিচার করিলেন।*